জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

মহারাজা, রাজা, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, জজ,
ম্যাজিষ্ট্রেট ও বহু অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ
কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

সোণামুখী কেশ তৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়।
মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা।
চ্যবনপ্রাশ /১ সের (৮০ তোলা) ১০৲
বাতের তৈল প্রতি শিশি ২॥০ টাকা
কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন
ও কবিরাজ শ্রীআদ্যাপ্রসন্ন গাঙ্গুলী, কবিরঞ্জন
সোণামুখী ভবন, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৭শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—২রা ফাল্গুন বুধবার ১৩৫৭ ইংরাজী 14th Feb. 1951 { ৩৯শ সংখ্যা

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

চাটার্জ্জী ব্রাদার্সের

জনপ্রিয় সুবাসিত তরল আলতা

“দেশবন্ধু,” “অমিয়রঞ্জন,” “বিয়ের কনে,” “প্রভা” ও “পবিত্র”।

প্রাপ্তিস্থান :— চাটার্জ্জী ব্রাদার্স — বেলপাড়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস
৬২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিখ্যাত কাটনীর চূণ

যাবতীয় ইমারাত কাজের ও পানে খাওয়ার জন্য উৎকৃষ্ট ১নং পাথর চূণ পাওয়া যায়। নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীপরিমলকুমার ধর, জঙ্গিপুর বাবুবাজার

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
মূল্য ছয় পয়সা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ
জঙ্গিপুর সংবাদ
২রা ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৫৭ সাল।

যদি

—:০:—

বাঙলা অভিধানে যত শব্দ আছে, তার মধ্যে এই যদ্দি শব্দটী খুব সংশয় অর্থাৎ সন্দেহজনক। এক আনা বা দু-আনা পয়সা খরচ করতে পারলে নদী পার হওয়া যায়, কিন্তু এই যদ্দি পার হওয়া খুব সন্দেহজনক। সম্প্রতি ভারতের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত মুন্সীজি এই যদির সাহায্যে ১০০০০০০০৲ এক কোটি টাকার ব্যাপার ধামা চাপা দিতে সক্ষম হইয়াছেন। কৃষিকার্য্যের সার (ভূমির উর্ব্বরতা বর্দ্ধক দ্রব্য) সংগ্রহের ভারপ্রাপ্ত স্বামীজি বরাদ্দের উপরও কোটি টাকার বেশী সার সংগ্রহ করেন। বিভাগীয় মন্ত্রী বা অন্য কোনও ভারপ্রাপ্ত দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি এই স্বামীজির এই খোদ হাকিমীর জন্য কোনও উচ্চ বাচ্য করেন নাই। ইহা তাঁহাদের জ্ঞানকৃত ভুল (careful carelessness) বলিয়া দুষ্ট লোকে অনুমান করিলে অন্যায় হইবে কি? সরকারের অন্নপুষ্ট এই সব মোটা মাহিনার জীবগুলি খবরদারী করিবার জন্যই এই অন্নবস্ত্রহীন ভারতবাসীর রক্ত শোষণ করা অর্থ গলাধঃকরণ করিয়া থাকেন।

একজন বাহিরের লোকের অভিযোগক্রমে ইহা জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ হইল যে এই স্বামীজি ফৌজদারীতে আসামীজি হইবার উপযুক্ত অপরাধ করিয়াছেন। নিজের খোশ-খেয়াল মত মাল খরিদ করিয়াছেন, সরকারী তহবিল যখন রাজকোষে জমা দিবার কথা, তাহা না করিয়া নিজের কাছে রাখিয়া সাময়িক তছরূপাত করিয়াছেন। যখন এই ব্যাপার বেশ ঘোরালো হইয়া উঠিল তখন বিভাগের কর্ত্তা খাদ্য-মন্ত্রী মুন্সীজি স্বামীজিকে অর্থাৎ আসামীজিকে বিচারার্থ সোপরদ্দ না করিয়া বিভাগীয় দণ্ডে অপরাধীর রুচিমত দণ্ড দিলেন—তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া। কারণ দেখাইলেন—যাহারা এখন তাহার অপরাধের সাক্ষ্য প্রমাণ দিতেছে, যদ্দি আদালতে বিচারকালে প্রমাণ না দেয়, তবে আসামীর কোন দণ্ডই হইবে না, তাই তিনি তাহার চাকরী খাইয়া কোটি টাকার অপরাধ হইতে অব্যাহতি দিলেন। খাদ্য মন্ত্রী মুন্সীজির কি দূরদর্শিতা! আমাদের মনে হয় বেচারীকে “ওয়ার্ণিং” দিয়া কর্ম্মে বাহাল রাখিলে তাঁহার খাদ্যমন্ত্রীর উপযুক্ত দয়া প্রদর্শন করা হইত।

একথা কি সত্য?

মার্কিন স্বার্থে গাঁটছড়া বাঁধা একদল প্রভাবশালী লোক খাদ্য লইয়া ব্যবসাদারীর রাজনীতি চালাইতেছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু বিলাত যাইবার কয়েকদিন আগে নয়া দিল্লীস্থ রাশিয়ান দূত তাঁহাকে বলেন যে কতকগুলি ভারতীয় জিনিষের বিনিময়ে রাশিয়া ভারতের প্রয়োজনীয় সমস্ত গম দিতে প্রস্তুত আছে, তাহাতে মার্কিন দামের অর্দ্ধেক দামে গম পাওয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত নেহেরু মুন্সীজিকে ইহার ব্যবস্থা করিতে বলেন। মুন্সীজি দিন কত খুব বিজ্ঞের মত কাগজপত্র ওলোট পালট করিয়া বলেন যে ইহাতে ভারতের সুবিধা হইবেনা। ডবল দামে আমেরিকান গম কিনিবার জন্য ডজনে ডজনে অফিসার আমেরিকা পাঠাইতে মুন্সীজির অসুবিধা হয় না অথচ অর্দ্ধেক দামে রাশিয়ান গম লইতে তাঁহার সুবিধা হইতেছে না। এই কারণে নাকি তিনি রুশ-প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিয়াছেন। আমরা জানি ভারতবর্ষ নিরপেক্ষ দেশ। রাশিয়ার গম, চীনের চাল তাহার কাছে অস্পৃশ্য হইতে পারে না, যদি সুবিধা দরে মিলে। মুন্সীজির মত লোকেদের আপত্তির কারণ বোধ হয় আমেরিকার আমদানীতে টাকার খেলা আছে, রাশিয়ার বেলায় পণ্য বিনিময়। কাজেই কোটি কোটি টাকার কারবার হাতছাড়া করা খুব ব্যক্তিগত লোকসান। গমের দাম বাড়ুক, দেশের লোক মরুক, মুন্সীজি আর স্বামীজি বিভাগীয় কায়দায় বাহাল তবিয়তে “যদ্দি”র মাহাত্ম্য উপভোগ করুন।

চাউলের দর

বর্ত্তমানে রঘুনাথগঞ্জ বাজারে ১৮৷০ টাকা হইতে ২০৲ টাকা মণ দরে সাধারণ চাউল পাওয়া যাইতেছে। আমদানী বন্ধ না হইলে এই দরেই চাউল পাইবার আশা করা যায়।

স্বেচ্ছাসেবক দল

রঘুনাথগঞ্জ সহরে স্থানে স্থানে চুরি হওয়ার জন্য বিশিষ্ট জনগণের একান্ত আগ্রহ ও চেষ্টায় প্রতি ওয়ার্ডে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা হইয়াছে। রাত্রিকালে স্বেচ্ছাসেবকগণ স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় পল্লীতে পল্লীতে পাহারা দিতেছেন। এই স্বেচ্ছাসেবক দল যাহাতে স্থায়ী হয় তজ্জন্য সহরবাসী প্রত্যেকের যত্ন ও চেষ্টা একান্ত আবশ্যক।

জন গণনা

জঙ্গিপুর মহকুমার প্রত্যেক স্থানে গণনা কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। গণনাকারিগণ বাড়ী বাড়ী গিয়া গণনা কার্য্যের ফরম পূরণ করিতেছেন। এই কার্য্যে সরকার প্রত্যেকের সহযোগিতা চান। জনগণের মধ্যে কেহ যেন বাদ না পড়েন সে বিষয়ে প্রত্যেকের লক্ষ্য রাখা উচিত।

ধান্য-চাষী সম্মেলন

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী সাগরদীঘিতে ধান্য-চাষী সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সভায় প্রায় ৭৷৮ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। শ্রীকুমারচন্দ্র জানা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বহরমপুরের শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল, শ্রীছত্রপতি রায় ও আরও অনেকে বক্তৃতা করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীগুরুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত অভিভাষণ পাঠ করা হয়। উহাতে তিনি কৃষকগণের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে বর্ণনা করেন।

চিনির অভাব

জঙ্গিপুর মহকুমার পল্লী অঞ্চলে মাসিক হিসাবে চিনি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু নিয়মিত-

ভাবে কোন মাসেই পাওয়া যায় না। সহরের রেশন কার্ডে প্রত্যেক ব্যক্তির সপ্তাহে আধ পোয়া হিসাবে চিনির বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও গত সপ্তাহে প্রত্যেকে এক ছটাক হিসাবে চিনি পাইয়াছে। চিনি না পাওয়ায় ছোট ছোট শিশুদের সাগু বার্লী খাইতে বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। ইহার প্রতিকার অবিলম্বে দরকার।

বিজ্ঞাপন

মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের অধীন গুজারঘাট সকল জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহাদুর কর্তৃক নীলাম ডাক এক বৎসর মেয়াদে অর্থাৎ ১৯৫১-৫২ সালের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত হইবে। নীলামের তারিখ, সময় ও স্থান নিম্নে দেওয়া হইল। বিশেষ বিবরণ বা কোন জ্ঞাতব্য বিষয় জেলা বোর্ড অফিসে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যাইবে।

নীলাম কর্ত্তা—চেয়ারম্যান, মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ড
নীলামের স্থান—মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ড অফিস
নীলামের তারিখ—২৬শে ফেব্রুয়ারী মোতাবেক
১৪ই ফাল্গুন ১৩৫৭
নীলামের সময়—বেলা ১২টা হইতে।

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ,
৭।২।৫১ চেয়ারম্যান, মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ড।

নির্ব্বাচন তালিকার খসড়া।

নির্ব্বাচক তালিকার খসড়া বিভিন্ন নির্ব্বাচন কেন্দ্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে দাবি ও আপত্তি পেশ করিবার সর্বশেষ তারিখ ১৯৫১ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাহারা যেন নিজ নিজ কেন্দ্রে গিয়া নিজেদের নাম তালিকাভুক্ত হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন এবং নাম তালিকাভুক্ত হইয়া-না থাকিলে নাম তালিকাভুক্ত করিবার জন্য '৬নং ফরমে' আবেদন পেশ করেন।

বহরমপুর। স্বাঃ—এস্, পি, ব্যানার্জ্জি
৩১শে জানুয়ারী, ১৯৫১। মুর্শিদাবাদ জেলা
শাসকের পক্ষে।

'সার সংরক্ষণ মাস'

(২৬শে জানুয়ারী হইতে ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫১)

"সার সংরক্ষণ মাস" পালন করুন। "অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান" সাফল্যমণ্ডিত করুন। "নিজকে ও দেশকে" খাদ্য বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল করুন। ২৬শে জানুয়ারী হইতে ২৫শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সার সংরক্ষণ মাস হিসাবে একটী বিশেষ মাস পালন করা হইবে, এ বিষয়ে জনসাধারণের কর্ত্তব্য হ'ল—কি ক'রে বিনা খরচায় বা অল্প খরচায় বিভিন্ন রকমের মূল্যবান সার সংরক্ষণ করা যায়, তাহা স্থানীয় কৃষি কর্ম্মচারীদের নিকট হাতে কলমে জেনে নেওয়া, এবং সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন জাতীয় সার প্রস্তুত ক'রে অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানে অগ্রণী হওয়া। আপনাদের প্রত্যেকের পূর্ণ সহযোগিতার উপর নির্ভর করছে—এই বিশেষ একটী মাসের "কার্য্যকারিতা ও সফলতা"।

স্বাঃ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
এস. ডি, ও (জঙ্গীপুর)
সভাপতি জঙ্গীপুর অধিক খাদ্য ফলাও সমিতি।

বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদের জেলা-খাদ্য-নিয়ামক, (বহরমপুর) (ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সাধারণ প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ১৯৫১র মে-জুলাই কোয়াটারের জন্য এবং (খ) ইট ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে ১৯৫১র মে-জুলাই, আগষ্ট-অক্টোবর ও নভেম্বর, ১৯৫১ জানুয়ারী ১৯৫২ (বরাদ্দ ওয়াগনের সংখ্যা তিন কোয়ার্টারে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে) এই তিন কোয়াটারের জন্য ইট পোড়াইবার কয়লা সরবরাহের ওয়াগন বণ্টনের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করিতেছেন। কান্দি, লালবাগ ও জঙ্গীপুর মহকুমার আবেদনকারীগণ নিজ এলাকায় মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ামকের নিকট এবং মুর্শিদাবাদ সদর মহকুমার আবেদনকারীগণ মুর্শিদাবাদের জেলা নিয়ামকের নিকট দরখাস্তসমূহ পেশ করিবেন। দরখাস্ত ১৯৫১র ২৮এ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে। 'ক' দফায় বর্ণিত আবেদনকারীগণ নিম্নলিখিত ফরমে দরখাস্ত করিবেন :—(১) দরখাস্তকারীর নাম; (২) পিতা বা স্বামীর নাম; (৩) পুরা ঠিকানা: গ্রাম বা মহল্লা, থানা, ডাকঘর এবং জেলা; (৪) যে ইট পোড়ানো হইবে তাহা কোন কাজে ব্যবহৃত হইবে; (৫) ঠিক কোন্ শ্রেণীর কয়লা প্রয়োজন (রুবল, শ্ল্যাক অথবা ডাস্ট প্রভৃতি) (৬) আবেদনের তারিখ ও আবেদনকারীর স্বাক্ষর। 'খ' দফায় বর্ণিত আবেদনকারীরা নিম্নলিখিত ফরমে আবেদন করিবেন :— (১) আবেদনকারীর নাম, পিতা বা স্বামীর নাম; (২) পুরা ঠিকানা :— গ্রাম বা মহল্লা, ডাকঘর, থানা ও জেলা; (৩) ১নং ক্রমিকে বর্ণিত নাম ভিন্ন অন্য কোন নামে যদি ব্যবসায় পরিচালিত হয় তবে সেই নাম; (৪) কোন তারিখে ইট খোলা প্রথম স্থাপিত হয় এবং কত বৎসর যাবৎ সেখানে কাজ চলিতেছে; (৫) কতগুলি পাঁজা বা ভাটি আছে; (৬) কাদা পাইট করিবার জন্য বর্তমানে কতগুলি কল চালু আছে; (৭) (ক) ১৯৪৬, (খ) ১৯৪৭, (গ) ১৯৪৮, (ঘ) ১৯৪৯ এবং (ঙ) ১৯৫০ কোন বৎসরে কত ইট তৈয়ারি হইয়াছে; (৮) কি উদ্দেশ্যে ইট প্রস্তুত করা হইয়া থাকে; (৯) ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম শ্রেণীর ইট হাজার করা ইট খোলায় সরবরাহ দেয় (ex-site) কি দামে বিক্রয় করা হইয়াছে; (১০) আবেদনকারী ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে কোন নিয়ন্ত্রিত বি-আর-কে (BRK) কয়লা পাইয়াছেন কিনা; (১১) আবেদনকারী কি ক্যাসমেমো দেন এবং হিসাব-পত্র রাখেন; (১২) ঠিক কোন শ্রেণীর বি-আর-কে কয়লা আবশ্যক (রুবল, শ্ল্যাক বা ডাস্ট); (১৩) প্রতি বৎসরে কতগুলি ওয়াগন আবশ্যক; (১৪) আবেদনকারীর নামে ওয়াগন বণ্টিত হইলে তিনি এই অফিস হইতে নির্দ্ধারিত নিয়ন্ত্রিত মূল্যে কয়লা বিক্রয় করিতে রাজী আছেন কিনা? প্রথম শ্রেণীর ইটের হাজার-করা ইট খোলায় সরবরাহ দেয় (ex-site) কি দাম তিনি চাহেন (ক) পাঁজায় পোড়ানো (খ) ভাটিতে পোড়ানো; (১৫) আবেদনের তারিখ (১৬) আবেদনকারীর স্বাক্ষর।

[পর পৃষ্ঠা দেখুন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১২ই মার্চ্চ ১৯৫১

১৯৪১ সালের ডিক্রীজারী

১৪৮ থাং ডিঃ শ্যামাপদ রায় দেং নলিনাক্ষ চৌধুরী দিং দাবি ২২।৶৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রামপুরা ১৯১ শতকের কাত ৬/১৩ আঃ ৫৲ থং ২০৯ রায়ত স্থিতিবান

১৯৫০ সালের ডিক্রীজারী

৬৬৮ থাং ডিঃ শচীন্দ্রনাথ রায় দিং দেং সেখ আবদুল গণি দিং দাবি ৮৩।০ থানা সুতি মৌজে কালিনগর ৩৭৯ শতকের কাত ১৭৫/১০ আঃ ৫০৲ থং ৬৩

৬৪১ থাং ডিঃ শ্রীমতী রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী দেং গৌরচন্দ্র দাস দিং দাবি ২৪॥৬ থানা সুতি মৌজে ভাবকী ১৫৮ শতকের কাত ষোল আনা ৪॥৵২ আঃ ১০৲ থং ৪০৪ রায়ত স্থিতিবান

৬৪৩ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩০॥৬ মৌজাদি ঐ ২৭৩ শতকের কাত ষোল আনা ৬৫/৪ আঃ ১৫৲ থং ৪০৩ স্বত্ব ঐ

৬৪২ থাং ডিঃ ঐ দেং আশুতোষ দাস দিং দাবি ৩৪।/০ মৌজাদি ঐ ১৮৯ শতকের কাত ষোল আনা ৮॥৵০ আঃ ২০৲ থং ৪১৬ স্বত্ব ঐ

৬৪৫ থাং ডিঃ ঐ দেং মুরলীধর সরকার দিং দাবি ৩৮৸৶৬ মৌজাদি ঐ ৩৩০ শতকের কাত ষোল আনা ৭৵০ আঃ ১৫৲ থং ৭৪০ স্বত্ব ঐ

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৯শে মার্চ্চ ১৯৫১

১৯৪১ সালের ডিক্রীজারী

৭৫৯ থাং ডিঃ নির্ম্মলকুমার সিংহ নওলক্ষা দেং লগন দাসী দিং দাবি ৩৪।৶৯ থানা সাগরদীঘি মৌজে সমসাবাদ ১-৬৭ শতকের কাত ৪৶১০ আঃ ১০৲ থং ৪৫৮

১৯৫০ সালের ডিক্রীজারী

৪৬৪ থাং ডিঃ গোবিন্দদাস নাথ দেং কালু মণ্ডল দাবি ২৭৲ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে ভুমিহর ৬০৩ শতকের কাত ২।১ আঃ ২০৲ থং ৩৪৮

৩৬২ থাং ডিঃ বীরেন্দ্রনাথ মহান্তা দেং নকড়িলাল সাহা দিং দাবি ৩০/৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে খেরুর ৩৭ শতকের কাত ১॥৶১৫ আঃ ৫৲ থং ৪৬

৩৬১ থাং ডিঃ ঐ দেং কার্ত্তিকচন্দ্র সরকার দাবি ২৭॥/৯ থানা ঐ মৌজে পাউলী ৩১০ শতকের কাত ১৫৸৶১ আঃ ১০৲ থং ১২৬ অধীনস্থ থং ১২৭

...কিন্তু এতে আমরা সকলেই একমত!
C. K. SEN & CO. LD
JABAKUSUM HOUSE
34, Chittaranjan Avenue
CALCUTTA

সুরবল্লী

যে সব ডাক্তাররা
সুরবল্লী ব্যবস্থা করে

দেখেছেন তাঁরা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত